দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৫...

# কুবি'তে সাপ আতঙ্ক!

■ কুবি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

সাপের আতঙ্কে লাল পাহাড়ের সবুজের মাঝে অবস্থিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাত-দিন কাটছে। গত বেশ কয়েক দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান দেখা গেছে একাধিক বিষধর সাপ। আবাসিক হল, অনুষদ ভবন, শিক্ষক ডরমেটরির আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড়সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসব সাপ লোকালয়ে নেমে আসে।

বেশিমাত্রায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলগুলোতে। কাজী নজরুল ইসলাম, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ও বঙ্গবন্ধু হল পাহাড়ের নিচে হওয়ার কারণে অনেক সময় পাহাড় থেকে নেমে আসে বিভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত সাপ। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল পাহাড়ের উপরে হলেও সাপের হানা কিন্তু কম নয়। সম্প্রতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হলের চার তলার টয়লেটে বিষাক্ত একটি সাপ দেখা গেছে বলে ওই হলের আবাসিক ছাত্রীরা জানান।

বঙ্গবন্ধু ও নজরুল হলের শিক্ষার্থীরা জানান, শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে হলে ফিরছিলেন তারা। এ সময় দুই হলের মাঝে পাহাড়ের নিচে একটি গাছে দেখা যায় পাঁচ থেকে ছয় হাত লম্বা একটি সাপ। সাপটি এ সময় একটি বড় ইঁদুর খাচ্ছিল। এছাড়া কখনো হলের বারান্দায়, কখনো টয়লেটে, কখনো গোসলখানায় এমনকি হলের ডাইনিংয়ে দেখা যাচ্ছে বিষাক্ত এসব পাহাড়ি সাপ।

গত বছরও এ রকম সাপের উৎপাত হয় ক্যাম্পাসে। শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের হাতে মারাও পড়ে অনেক সাপ। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশের ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে, প্রয়োজনীয় ওষুধ দিলে সাপের উৎপাত কমবে বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে আবাসিক হলগুলোর আশেপাশে পরিষ্কারের কাজ জরুরি।

সাপের উৎপাত ও সাপে কাটা রোগীর সেবা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়টির মেডিক্যাল সেন্টারের প্রধান ডা. মাহমুদুল হাসান খান বলেন, 'সাধারণত গরমে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। তবে শীতে এর তেমন ব্যতিক্রম হয় না। শীতে খাদ্য সংকটের কারণে সাপ লোকালয়ে আসে। সহজলভ্য নয় বলে সাপে কাটা রোগীর জন্য 'এন্টি ডট' ভেকসিন আমাদের নেই। ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কারে কমতে পারে সাপের উৎপাত।'